Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 11, 1432 Bangla, January 25, 2026, Sunday, No. 25, 56th year

H I G H L I G H T S

Law adviser Asif Nazrul has said the interim govt has organized a free & fair election after 17 long years. There is a desire among the people to vote. The govt is determined to make the election fair. (Jago News: 15)

IGP Baharul Alam has directed all police members to perform their duties with utmost vigilance, patience and neutrality during the upcoming 13th National Parliamentary Election. (Jago News: 16)

Citizen's for Good Governance (SUJAN) has called for the upcoming 13th National Parliamentary elections to be held in a free, fair and peaceful manner. (Jago News: 12)

BNP has dismissed an allegation by a senior Bangladesh Jamaat-e-Islami leader that it signed 3 secret agreements with India, calling the claim "political propaganda" intended to provoke controversy. (Jago News: 13)

ICC has announced that Scotland will replace Bangladesh at the ICC Men's T20 World Cup 2026 scheduled to be held in India and Sri Lanka from February 7 to March 8. (DW: 11)

Fisheries & Livestock Adviser Farida Akhter, citing a study, said that Hilsa has been found contaminated with microplastics, lead & cadmium, which is extremely alarming for human health. (Jago News: 16)

Environment, Forest & Climate Change Adviser Syeda Rizwana Hasan has recommended the next govt to work on 7 issues, including air & noise pollution control, to prevent environmental pollution & protect the environment. (Jago News: 16)

After US officially withdrawal from the World Health Organization, health sector experts are conducting various analyses on how it will impact Bangladesh's health sector. (BBC: 09)

Susan Vize, UNESCO Representative & Head of Office in Bangladesh has commented that the weakness of Bangladeshi students in language and numeracy (mathematics) has reached a worrying level. (Jago News: 13)

Eighteen people, including 10 members of teenage gang, involved in various crimes have been arrested in a special operation by the army in Rayerbazar area of Mohammadpur in the capital. (Jago News: 14)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১১, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২৫, ২০২৫, রবিবার, নং- ২৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর পর একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করেছে অন্তবর্তীকালীন সরকার। মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকার বদ্ধপরিকর।
(জাগো নিউজ: ১৫)

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সব পুলিশ সদস্যকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সতর্কতা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। (জাগো নিউজ: ১৬)

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। (জাগো নিউজ: ১৩)

ভারতের সঙ্গে বিএনপির চুক্তির অভিযোগকে রাজনৈতিক অপপ্রচার হিসেবে উল্লেখ করেছে দলটি। (জাগো নিউজ: ১২)

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে আইসিসি। (ডয়েচে ভেলে: ১১)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এক গবেষণার বরাত দিয়ে জানিয়েছেন, ইলিশ মাছের দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক, লেড ও ক্যাডমিয়ামের মতো ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
(জাগো নিউজ: ১৬)

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষায় আগামী সরকারকে বায়ু-শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ ৭টি বিষয়ে কাজ করার সুপারিশ জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। (জাগো নিউজ: ১৬)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকেও যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে যাওয়ার পর, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে তার প্রভাব কেমন হবে, এ নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ করছেন স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা। (বিবিসি: ০৯)

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভাষা ও গণনাজ্ঞানে (গণিত) দুর্বলতা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুজান ভাইজ। (জাগো নিউজ: ১৩)

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের থানাধীন রায়েরবাজার এলাকায় ক্যান্সার গলি ও আশপাশের এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে কিশোর গ্যাং সদস্যসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে আটক করা হয়েছে। (জাগো নিউজ: ১৪)

বিবিসি

ভোটের জটিল সমীকরণ বরিশালে, সব আসনেই যদি-কিন্তুর হিসেব

কোনো আসনে বিএনপির সামনে নিজ দলের বিদ্রোহী, কোনোটিতে ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষ নেতা। রয়েছেন জামায়াত জোটের আলোচিত কেউ কিংবা জাতীয় পার্টির শক্তিশালী প্রার্থী। নির্বাচনে না থেকেও ভোটের মাঠে 'বড় ফ্যাক্টর' হতে পারে আওয়ামী লীগের ভোটার। সব মিলিয়ে বরিশালের প্রায় প্রতিটি আসনেই ভোটের হিসেব-নিকেশ বেশ জটিল। বেশিরভাগ আসনে দলের পরীক্ষিত প্রার্থীর ওপরই ভরসা রেখেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। এই জেলার ভোটের ইতিহাসও তাদের পক্ষে। দলটির স্থানীয় নেতাদের দাবি, বরিশালের সব আসনেই শক্তিশালী অবস্থানে ধানের শীষের প্রার্থীরা। যদিও কোনো কোনো আসনে দলীয় কোন্দল এখনো রয়েছে বলেও মানছেন তারা। অন্যদিকে চরমোনাই পীরের কেন্দ্র হওয়ায় এই জেলায় ইসলামী আন্দোলনের একটি ভোটব্যাংক রয়েছে বলেই মনে করা হয়। জেলার দুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দলটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। দলটির নেতারা বলছেন, জামায়াতের সঙ্গে জোট না হলেও, ইসলামের পক্ষে ওয়ান বক্স পলিসি নিয়ে নির্বাচনের মাঠে লড়াই করবেন তারা।

এদিকে, এক জোট আর দলের প্রার্থীদের নিয়ে অন্তত চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে মাঠে সক্রিয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি না হওয়া এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দলটির নেতারা। এছাড়া, আসন ভেদে জাতীয় পার্টির প্রার্থী, বিএনপির বিদ্রোহী কিংবা আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকের ভোটের মাঠে জয়ের সক্ষমতা রয়েছে। জেলার প্রায় সবগুলো আসনে এমন সমীকরণ এবং বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে বলে মনে করেন স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অনেকে। তারা বলছেন, ভোটের মাঠ নিজেদের দখলে নিতে শক্তির ব্যবহার যে-কোনো সময় সংঘাতের কারণ হতে পারে।

ভোটের সমীকরণ জটিল কেন?

নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হতেই মাঠের লড়াই জমে উঠেছে বরিশালে। জেলার ছয়টি আসনেই মুখোমুখি একাধিক শক্তিশালী প্রার্থী। অধিকাংশ আসনেই বিএনপির ভালো অবস্থান রয়েছে বলে মনে করা হলেও, চ্যালেঞ্জ জানাবে ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াতসহ অন্যান্য প্রার্থীরা। যদিও ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে ইসলামী আন্দোলন না থাকায় বিএনপির প্রার্থীরা কিছুটা স্বস্তিতে থাকবে বলেও মনে করছেন অনেকে। গৌরনদী-আগৈলঝাড়া নির্বাচনি এলাকা নিয়ে বরিশাল-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন, জামায়াতের কামরুল ইসলাম খান এবং ইসলামী আন্দোলনের রাসেল সরদার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে, এই আসনে দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুস সোবহান, বিএনপির প্রধান প্রতিপক্ষ বলেই মনে করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাবেক সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপনকে প্রার্থী করায় বিএনপির তৃণমূলে অসন্তোষ রয়েছে। ২০০১ সালে ওই এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাও ভোটের ব্যালটে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। এছাড়া, এই আসনের দুই উপজেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু ভোটার থাকা আগৈলঝাড়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুস সোবহানের বাড়ি। দুই বিএনপি নেতার এমন মুখোমুখি অবস্থানের সুযোগ অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা কাজে লাগাতে পারে বলে মনে করেন স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অনেকে। তারা বলছেন, এলাকার পরিচিত মুখ হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কামরুল ইসলাম খান আসনটিতে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

বানারীপাড়া-উজিরপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত বরিশাল-২ সংসদীয় আসনে তুলনামূলক স্বস্তিতে ধানের শীষের প্রার্থী। দলের কোনো বিদ্রোহী না থাকায় জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীরাই এই আসনে তাদের মূল প্রতিপক্ষ। তবে, জয়ের ক্ষেত্রে আওয়ামী সমর্থক এবং সংখ্যালঘু ভোটাররাও এখানে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে। ভোটের লড়াই বেশ জমজমাট বরিশাল-৩ বাবুগঞ্জ-মুলাদী আসনে। বিএনপি, ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামীর পাশাপাশি জাতীয় পার্টিরও আলোচিত প্রার্থী রয়েছে এই আসনে। বিএনপির অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, এবি পার্টির মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ভুঁইয়া (ফুয়াদ) এবং জাতীয় পার্টির গোলাম কিবরিয়া টিপুর মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখানে নিজেদের প্রার্থী না দিয়ে নির্বাচনি ঐক্যের শরিক এবি পার্টির প্রার্থীর সমর্থনে বেশ সক্রিয় জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা। এছাড়া, সাবেক এমপি জাতীয় পার্টির গোলাম কিবরিয়া টিপুও এই আসনের শক্তিশালী প্রার্থী। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকায় দলটির ভোট তার দিকে যেতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে। যদিও কারাগারে থেকেই ভোটে লড়ছেন মি. টিপু। জমজমাট প্রচারণা চালাচ্ছেন এই আসনে বিএনপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। কিন্তু দলীয় বিভক্তি তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। তৃণমূলে বিভক্তি দূর করতে না পারলে ভোটের ফল নিজের পক্ষে আনা মি. আবেদীনের জন্য কঠিন হবে বলে মনে করছেন অনেকে।

বরিশাল-৪ সংসদীয় আসনের নির্বাচনের রাজনীতি বেশ জটিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলেও, এই আসনে জিতেছিল আওয়ামী লীগের প্রার্থী। আবার ২০০৮-এ বিএনপির ভরাডুবি হলেও এই আসনে জয়ী হয়েছিল ধানের শীষ। হিজলা এবং মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনটিতে এবারের নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক। এখানে জেলা জামায়াতের আমির মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার এবং ধানের শীষের প্রার্থী

রাজিব আহসানসহ পাঁচজন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহউদ্দীন ফরহাদ এবার দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। বরিশাল সিটি করপোরেশন ও সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত বরিশাল-৫ সংসদীয় আসনটি বিএনপির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত। এই আসনে দলটির প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার একাধিকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া, বরিশাল সিটির প্রথম মেয়রও ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, এই আসনেই লড়ছেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী, দলটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম, যার সম্মানে নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করেছে জামায়াত। জয়ের জন্য যথেষ্ট না হলেও, এখানে ইসলামী আন্দোলনের ভোট ব্যাংক রয়েছে। সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সরিয়ে নেওয়ায় তাদের ভোটও ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে গেলে ভোটের জমজমাট লড়াই হতে পারে। এছাড়া, বরিশালের এই আসনটিতে একমাত্র নারী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বা বাসদ এবং গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্তী।

এর আগে, ২০১৮ সালে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন মিজ মনীষা। এই আসনে আওয়ামী লীগের ভোট কোন দিকে যায়, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বরিশাল-৬ সংসদীয় আসনে অতীতে ঘুরেফিরে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃতীয়বারের মতো এখানে মনোনয়ন পেয়েছেন বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান। এই আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমীর ফয়জুল করীম। আর জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মওলানা মাহমুদুন্নবীও মাঠে রয়েছেন। জামায়াত এবং ইসলামী আন্দোলন জোট ভেঙ্গে যাওয়ায় এই আসনে বিএনপি প্রার্থীর জয় সহজ হতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ

বরিশালের বিভিন্ন আসনে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা কিংবা দলীয় বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে সংঘাতের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যা নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। নির্বাচন নিয়ে কথা হচ্ছিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। ভোট দেওয়ার আগ্রহ থাকলেও, নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাবাচ্ছে তাদেরকে। উৎসবমুখর পরিবেশে মানুষ ভোটকেন্দ্রে যাবে, এমন পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি বলেই মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সুজয় শুভ। আরেক শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মায়েদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভেবেছিলাম উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে ভোট দেব। কিন্তু আমরা যে ভোটকেন্দ্রে যাব, ভোটটা দিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবো, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।" নির্বাচন ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন থাকে, সেটি পর্যবেক্ষণ করেই ভোট দিতে কেন্দ্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আগে আমরা ভোট দিতে পারি নাই, কেন্দ্রেও যাই নাই, এখন যদি সুন্দর পরিবেশ হয়, তাহলে আমরা ভোট দিতে যাব।" নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষকরাও।

সুশাসনের জন্য নাগরিক বা সুজন-এর বরিশাল শাখার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম মনে করেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে মানুষকে এখনো আশ্বস্ত করতে পারেনি সরকার। "মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার আমেজ নাই। বিশেষ করে সংখ্যালঘু যারা, এরা সব থেকে আশঙ্কার মধ্যে আছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নির্বাচনের আগে প্রশাসনে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলোও। নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনো তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের। তিনি বলছেন, "আমাদের দলের কর্মীদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মাঠপর্যায়ের নানা কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।" আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইসলামী আন্দোলনও। দলটির নায়েবে আমির ফয়জুল করীম বলছেন, "প্রশাসন একটি দলের দিকে ঝুঁকে গেছে বলেই মনে হচ্ছে।"

'বড় ফ্যাক্টর' আওয়ামী লীগের ভোটার

বাংলাদেশের নির্বাচনি ইতিহাসে বরিশালের আসনগুলোতে ঘুরেফিরে ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি। তাই বিএনপির পাশাপাশি আওয়ামী লীগেরও ভোট ব্যাংক রয়েছে এখানে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ না নিলেও জয়-পরাজয়ের বড় ফ্যাক্টর হতে পারে দলটির ভোটাররা। বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী কিংবা দলীয় কোন্দলের কারণে বরিশালের অন্তত চারটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন অবস্থায় আওয়ামী লীগের ভোট নিজেদের বাক্সে আনার চেষ্টাও রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ট্যাগ দিয়ে কাউকে যেন গ্রেফতার করা না হয়- সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে এই আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ট্যাগ দিয়ে অনেককেই গ্রেফতার করা হচ্ছে, যা ভোটারদের মধ্যে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করছে।" আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক নিজের পক্ষে টানতেই এমন অবস্থান কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে মি. করীম বলছেন, যোগ্য প্রার্থী দেখেই ভোট দেবেন প্রার্থীরা, এক্ষেত্রে কোনো দলের ভোট টানার বিষয় নেই। "কেবল এখন না, নির্দোষ কাউকে যেন কোনো ট্যাগ দিয়ে গ্রেফতার বা হয়রানি করা না হয়, সেই আহ্বান এর আগেও আমরা জানিয়েছি," বলেন তিনি।

'ভোট ব্যাংক' ধারণাটি আর নেই বলেই মনে করেন বরিশাল জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "আওয়ামী লীগের অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষুব্ধ হয়েই তাদেরকে মানুষ বিদায় জানিয়েছে," বলেন তিনি।

এদিকে, বরিশালকে বিএনপির ঘাঁটি উল্লেখ করে দলটির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন বলছেন, কারচুপির নির্বাচনে ক্ষমতায় গিয়েছিল আওয়ামী লীগ। সবশেষ তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে যে ভোটব্যাংকের কথা বলা হয়, সেটি এই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা রাখবে না বলে দাবি করেন এই বিএনপি নেতা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন কীভাবে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে?

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছাড়াই চলছে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি। ২০১৪ সাল থেকে একাধারে তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনের পর আবারো সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া আসন্ন নির্বাচনটি শেষ পর্যন্ত কতটা অংশগ্রহণমূলক হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বাংলাদেশে পর পর তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে ২০১৪ আর ২০২৪ সালে বিএনপি ও জামায়াত অংশ না নেওয়ায় একতরফা নির্বাচন হয়েছে। আর আঠারও সালের নির্বাচনকে সমালোচকেরা বলে থাকেন রাতের ভোট। আসন্ন নির্বাচনও সব দলের অংশগ্রহণে হচ্ছে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রথম যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে, সেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগ এবং তাদের জোটের শরিক মিত্র দলগুলোর কয়েকটি। এই নির্বাচনে মূলত অংশ নিচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তি, বিশেষ করে ২০১৪ এবং ২৪ সালের ভোটে অংশ না নেওয়া আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াত। ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধনও বাতিল করে দিয়েছে। এ অবস্থায় দলটি ভোটে অংশ নিতে না পারলেও, বিতর্কের কিছু নেই বলে মনে করে আওয়ামী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। তাদের দৃষ্টিতে এই নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক হবে।

দুই জোটের অবস্থান

ছাব্বিশের নির্বাচনটিও ভবিষ্যতে কারো কারো কাছে একতরফা হিসেবে মূল্যায়ন হবে। তবে, জাতীয় নির্বাচনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা দুই জোটের নেতারা মনে করেন, সর্বস্তরের ভোটার, বৈধ দল ও প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলেই হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলছেন, ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমেই আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে। বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "অংশগ্রহণমূলক বলতে আমরা বুঝি ভোটারদের অংশগ্রহণ। পার্টিকুলার কোনো দলের নয়। "নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয় একটা আইনের ভিত্তিতে। দেশে ইলেকশন কমিশন আছে, একটা নির্বাচনি আইন আছে, সাংবিধানিক একটা বিধি আছে। আপনারা দেখবেন, সেই আইনের ভিত্তিতে যারা যারা যোগ্য হবেন, আইনের মধ্যে যারা থাকবেন- তারা ইলেকশন করবেন, দ্যাট ইজ কল পার্টিসিপেটরি, দ্যাট ইজ কল ইনক্লুসিভ। "নির্বাচনে যোগ্য লোকদেরকে নির্বাচন করতে না দিলেই, সেটা হবে অংশগ্রহণহীন ইলেকশন," বলেন জামায়াত নেতা মি. পরওয়ার।

বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ মনে করেন, এবার অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন প্রশ্নে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। তার যুক্তি, বর্তমানে দেশের নিবন্ধিত সব দলই ভোটে অংশ নিচ্ছে। তাই এটি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন। "ইনক্লুসিভ ইলেকশন মানেই হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিহীন নির্বাচন। বিকজ আওয়ামী লীগ কোনো পলিটিক্যাল পার্টি না। তারা একটা মাফিয়া গোষ্ঠী। তারা রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়েছে, তারা এ দেশে গণহত্যা চালিয়েছে, জনরায় হয়েছে। "গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে তারা এ দেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি চায় না। ইনক্লুসিভ মানে যারা এখন রাজনীতিতে রেজিস্ট্রার্ড আছে, ইলেকশন কমিশনের সাথে নিবন্ধন আছে, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।" বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলছেন, "যদি দু-একটা ছোট-খাটো দল ইলেকশনে অংশগ্রহণ না করে থাকে, সেটা সব সময় হয়ে থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না। নির্বাচনের ইনক্লুসিভ চরিত্র থাকবে, গ্রহণযোগ্য হবে, বিশ্বাসযোগ্য হবে।"

বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রধান জোট আসন্ন নির্বাচনে মুখোমুখি হয়েছে। আওয়ামী লীগ না থাকায় এই দুই জোটের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। দুই জোট মনে করছে, ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। তবে, তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হবে কিনা, সেটি নিয়ে সন্দেহ এবং আশঙ্কার কথা শোনা যায় জাতীয় পার্টির অবস্থান থেকে। দলটির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আনকন্ট্রোলড, আনচেকড একটা ইলেকশনের দিকে বাংলাদেশ যাচ্ছে এবং ভোটের দিনে এখানে স্থানীয় মব, স্থানীয় শক্তি, স্থানীয়ভাবে যারা হোল্ড রাখে, তারা যা চাইবে, তাই হবে। "বাধা দেওয়ার মতো কোনো শক্তি এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পারছি না। এই যে বল্গাহীন, বাধা না দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়া একটা ভোট হচ্ছে, সেটারতো বিকল্প আরো অনেক কিছু হওয়া উচিত ছিল। জাতীয় পার্টি জামায়াতের নিষিদ্ধের সময় প্রতিবাদ করেছিল, জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের সময়ও প্রতিবাদ করেছে," বলেন মি.পাটোয়ারী।

অতীতে আওয়ামী লীগের জোটের সঙ্গে থাকা জাতীয় পার্টি এবার নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলছেন, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার ঘটনা আওয়ামী লীগকে কোনো পলিটিক্যাল সলিউশন দেয়নি। আবার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার ঘটনাও কিন্তু বিএনপি-জামায়াতকে কোনো পলিটিক্যাল সলিউশন দিল না। "ইনক্লুসিভ ভোট ছাড়া ফুল ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন হবে না। পরের ভোটে গিয়ে হয়ত আমরা একটা ফুল ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশনের দিকে যেতে পারি। সেদিকে যেতে গেলে আগেতো একটা সেমি-ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন লাগবে। আমি মনে করি, সেদিক থেকে এবারের ভোটে অনেক সমস্যার সমাধান হবে," বলেন মি. পাটোয়ারী। মি. পাটোয়ারীর কথায়, ভোট না হলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। "এই ইলেকশনটা কিন্তু একটা ট্রানজিশন, একটা সেমি-ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন। আওয়ামী লীগেরও কিন্তু একটা ট্রানজিশন প্রয়োজন। সকলেরই কিন্তু একটা শিফট প্রয়োজন। ভোট না হলে বর্তমান সরাকার দেশ চালাতে পারবে না।" অভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচনি রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নাগরিক অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "প্রকৃত অংশগ্রহণমূলক, যেটাকে আমরা বুঝি, যে সকল রাজনৈতিক দল মত সবার অংশগ্রহণ, সেটা এবার আসলেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। "সামনে এটা হয়ত পরের নির্বাচনে হলেও হতে পারে। যদি আওয়ামী লীগ তার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে পর্যালোচনা করে এবং বিচারগুলো যদি হয়ে যায়, তারপরে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই একভাবে আসতে পারে। "এখন ওই আংশিকভাবেই নির্বাচন করতে হবে। তারপরেও নির্বাচন কতটা ঠিকঠাক হয়, সেটাও এখন উদ্বেগের বিষয়," বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

ভোটার উপস্থিতিতে প্রভাব

অতীতে নির্বাচনগুলোর বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এই দুই দলেরই ভোটার সবচেয়ে বেশি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকলেও দলটির সমর্থক ভোটাররা রয়েছেন, তাদের ভোট জয় পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। তবে, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের কর্মী সমর্থকদের ভোটদানে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে। সেটি ভোটার উপস্থিতিতে কেমন প্রভাব ফেলবে, সেটি নিয়ে দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন রয়েছে। বিএনপির সালাহউদ্দিন আহমদ বলছেন, আওয়ামী লীগ না থাকায় ভোটার উপস্থিতিতে কোনো প্রভাব পড়বে না। "এ দেশের মানুষ এবং নতুন প্রজন্ম, যারা নতুন ভোটার হয়েছে, যাদের বয়স আঠারো থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে, তারা স্বাধীনভাবে মুক্ত পরিবেশে ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, উদগ্রীব হয়ে আছে, এই ভোটারকে কেউ থামাতে পারবে না। "আর এখানে একটা ক্ষুদ্র অংশ যদি নিজেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না চায় বা ভোট দিতে না চায়, সেই স্বাধীনতাতো তাদের আছে। তবে আমি মনে করি না যে, তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশি হবে," বলেন বিএনপি নেতা মি.আহমদ। জামায়াত জোটের পক্ষ থেকেও মনে করা হয় যে, ভোটার উপস্থিতি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। তবে, জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলছেন, আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত কী অবস্থান নেয়, সেটি ভোটার উপস্থিতিতে প্রভাব ফেলবে। "যদি আওয়ামী লীগ অল টুগেদার ভোট বর্জন করে, তাহলে কিন্তু কাস্টিংটা অবৈধভাবে করতে হবে এবং সেটাকে কেউ লুকাতে পারবে না। বাংলাদেশে ৪২ হাজার সেন্টারে ভোট হবে, সেখানে অবৈধ কাস্টিংগুলো একসময় ন্যাকেড হয়ে যাবে এবং ভোটটা তখন প্রশ্নবিদ্ধ হবে।" শামীম পাটোয়ারি এ-ও বলেন, আওয়ামী লীগের ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে আসুক, এটা আমরা সবাই চাচ্ছি এবং কী করলে আসবে, সেটা সবাইকে একটা সমঝোতাও করতে হবে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এবার ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পড়লে প্রশ্ন উঠতে পারে। আনু মুহাম্মদের ভাষায়, "ফিফটি পার্সেন্টের বেশি ভোট না হলে তো সেটা গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এতদিন পরে নির্বাচন হচ্ছে, এটা তো আরো বেশি হওয়ার কথা। সেটা যদি না হয়, সেটা একটা ব্যর্থতা হবে। "এখন এটা নির্ভর করে নির্বাচন কমিশন কতটা আস্থার অবস্থা তৈরি করতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার কতটা আন্তরিকতার সাথে নির্বাচনে যায় এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে এটা স্পষ্ট করতে হবে যে, তারা কোনো পক্ষপাতিত্ব করছে না। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনেরও এটা একটা পরীক্ষা," বলেন আনু মুহাম্মদ। আসন্ন নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হবে- এমন বিশ্লেষণ আছে। প্রথমত ভোটার উপস্থিতি, দ্বিতীয়ত নিরাপত্তা ও ভোটের পরিবেশ, যা শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে। এখানেও দুশ্চিন্তা দিক রয়েছে বলে মনে করেন আনু মুহাম্মদ। "জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু যারা, তাদের মধ্যে আগের বিভিন্ন নির্বাচনে আমরা দেখছি যে, তাদের মধ্যে একটা আতঙ্কের অবস্থা তৈরি করা হয়, যাতে নির্বাচনে তারা ভোট দিতে না যায়। "তাদের নির্বাচনে যাওয়া এবং না যাওয়া- দুই দিক থেকে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়। সেই জায়গাটাতো নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা আসে, কারণ তারা একটা বড় অংশ।"

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক আছে বলে বলছেন আনু মুহাম্মদ

"এখন মাজার আক্রান্ত হচ্ছে, বাউলরা আক্রান্ত হচ্ছে, এদের সাথে তো বিশাল জনগোষ্ঠী। এখন তারা যদি দেখে যে, আমরা একটা সহিংসতার মধ্যে পড়বো বা যারা এখানে নির্বাচন করছে বা দাপটের সাথে চলাফেরা করছে, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে, তাহলেও ভোটসংখ্যা অনেক কমে যাবে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

দিল্লিতে আবারও প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ নেতারা, বাজানো হলো শেখ হাসিনার অডিও বার্তা

ভারতের দিল্লিতে এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন বাংলাদেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতারা। দিল্লির সাংবাদিকদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এই কথোপকথনের আয়োজন করেছিল 'ফরেন করেস্পন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া' বা এফসিসি। 'সেভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ'। অর্থাৎ 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র বাঁচাও' শীর্ষক ওই সেমিনারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি রেকর্ড করা অডিও ভাষণ শোনানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেছে, যার অন্যতম হলো জাতিসংঘকে আমন্ত্রণ করে বিগত বছরের ঘটনাবলির 'নিরপেক্ষ তদন্তের' দাবি। যাতে তাদের ভাষায়, 'খাঁটি সত্যটা' জানা যায়। এছাড়াও, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, মব, সন্ত্রাসের সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী আর সাংবাদিকদের ওপরে আক্রমণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয় "বিশ্বের নজরে" আনার জন্য। অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সশরীরে হাজির ছিলেন, আর ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে, পর পর দুই সপ্তাহে ভারতের রাজধানী শহরে আওয়ামী লীগ নেতাদের দুটি সংবাদ সম্মেলনকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে দেখা হচ্ছে। যদিও গত বছর দেড়েকে ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এমনকি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিবিসিসহ অনেক ভারতীয় গণমাধ্যমকে ই-মেইলের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আবার ভার্চুয়াল মাধ্যমেই শেখ হাসিনা নিয়মিত তার দলের নেতা-কর্মীদের আলোচনা সভাগুলিতে যোগ দেন। কিন্তু সবই শুধু অডিও'র মাধ্যমে, ভিডিওতে নয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে সে দেশের মানুষের কাছে আওয়ামী লীগের বক্তব্য পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যই ভারতের মাটিতে এভাবে একের পর এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করছে দলটি। ফরেন করেস্পন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া' কয়েকদিন ধরেই প্রচার করেছিল শুক্রবার সন্ধ্যার এই সেমিনারের বিষয়ে। ভারতের গণমাধ্যমের একাংশে এরকম প্রচারও ছিল যে, শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির থাকবেন। তবে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একাধিক নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি বিবিসি। অবশেষে জানা যায় যে, একটি রেকর্ড করা অডিও বার্তা পাঠাবেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচারের যে লিংক দেওয়া হয়েছিল, সেটিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ভারত, বাংলাদেশ আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেই লিংকে বহু মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। তারা কমেন্ট করছিলেন যে, দেড় বছর পরে তারা শেখ হাসিনাকে 'একবার দেখার আশায় রয়েছেন'। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরেই হাজার হাজার মানুষ ওই লাইভ সম্প্রচারে যুক্ত হতে থাকেন। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ইউটিউবে দেখা যায়, ১৩৮০৯ জন অনুষ্ঠানটি দেখছেন, ৩৩ মিনিটে ৫৪ হাজার আর ভারতীয় সময় ৬টা ৪০ মিনিটে দর্শক সংখ্যা ছিল ৯২৫২৫। এক পর্যায়ে দর্শক সংখ্যা এক লক্ষ ছাপিয়ে যায়। সেই সময়েই বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রেকর্ড করা অডিও ক্লিপ বাজানো হচ্ছিল অনুষ্ঠানে। তবে, তার অডিও ক্লিপ বাজানোর পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে যে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের, তখন দর্শক সংখ্যা নেমে এসেছিল, আড়াই হাজারের কাছাকাছি।

কী ঘোষণা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের?

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের দুই প্রাক্তন মন্ত্রীসহ সশরীরে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে দলটির যে-সব নেতা-নেত্রী সেমিনারে হাজির ছিলেন, তারা সকলেই প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রাখেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে গত দেড় বছরে মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বাংলাদেশে মব সংস্কৃতি, সে দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের ওপরে নির্যাতন, দলীয় কর্মীদের হত্যা, জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে রেফারেন্ডারেম আয়োজনের আইনি বৈধতা ইত্যাদি বহুল চর্চিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যেই পাঁচ দফা দাবি তোলা হয়, যেটিকে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব 'আশু কর্তব্য' বলে উল্লেখ করেন। এই দাবিগুলির মধ্যে একটি হলো, "জাতিসংঘকে আমন্ত্রণ জানানো হোক, যাতে তারা প্রকৃত অর্থে বিগত বছরের ঘটনাবলি সম্পর্কে নতুন করে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করবে। আমরা খাঁটি সত্যটা জানতে চাই, যাতে স্বার্থপরের মতো প্রতিশোধস্পৃহাকে প্রত্যাখ্যান করে দেশবাসী হিসাবে শোধরানো যায়, ক্ষতে প্রলেপ পড়ে।" এছাড়াও, তারা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অপসারণের দাবি তোলা হয়। প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে যে সহিংসতা দেখা যাচ্ছে, তা বন্ধ করার আবেদন করা হয়। সংখ্যালঘু এবং নারীদের নিরাপত্তার জন্য গ্যারান্টি দাবি করা হয় ওই অনুষ্ঠান থেকে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাংবাদিক, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা এবং জেলে পাঠানো বন্ধের দাবি তোলা হয়।

বারবার কেন সংবাদ সম্মেলন দিল্লিতে?

গত সপ্তাহেও দিল্লির প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়াতে একটি সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী। সেদিন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাছান মাহমুদ ও সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল হাজির হয়েছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। সেটিই ছিল ২০২৪-এর ৫ আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে ভারতের

মাটিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রথম সংবাদ সম্মেলন। দিল্লিতে ১৭ জানুয়ারি যে সংবাদ সম্মেলন হয়, সেটির আয়োজক ছিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা আইসিএফআর নামে একটি সংগঠন ও লন্ডনভিত্তিক একটি ল-ফার্ম। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় বা ওএইচসিএইচআর জুলাই-আগস্টের বিক্ষোভ নিয়ে যে প্রতিবেদন করেছিল, তার একটি জবাবি প্রতিবেদন তৈরি করেছে আইসিএফআর নামে সংগঠনটি। ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের গণমাধ্যমই সব থেকে উপযুক্ত, তাই দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন যে, ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরা-খবর বাংলাদেশের বহু মানুষ পড়ে থাকেন, তাই দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করলে সেই খবর বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে যাবে সহজেই। নির্বাচনের আগে, বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটা তাদের একটি রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের পরিবর্তে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে স্কটল্যান্ড, ক্রিকইনফোর তথ্য

ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো আইসিসি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। শুক্রবার সন্ধ্যায় ই-মেইলের মাধ্যমে বিসিবিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় বলে জানায় ওয়েবসাইটটি। ভারতের মাটিতে খেলতে না চাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থান নিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ আলোচনা চলার পর এই সিদ্ধান্ত এলো। এর আগে, বিসিবি আইসিসিকে জানায়, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ সরকার ভারত সফরের অনুমতি দেয়নি ক্রিকেটারদের। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এদিকে, বৃহস্পতিবার আইসিসির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বিসিবি জানিয়েছে, বিষয়টি আইসিসির ডিসপিউট রেজুলেশন কমিটিতে নেওয়া হবে। তবে ঠিক কোন অভিযোগ নিয়ে বিসিবি এই কমিটিতে যাচ্ছে বা এ বিষয়ে আইসিসির প্রতিক্রিয়া কী, তা জানা যায়নি। ডিআরসি আইসিসির অধীনে গঠিত একটি স্বাধীন প্যানেল, যা সদস্য বোর্ড ও আইসিসির মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে।
এর আগে, বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আইসিসি বোর্ডের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অধিকাংশ পরিচালক মত দেন, বাংলাদেশ যদি ভারতে খেলতে রাজি না হয় এবং ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরানোর দাবিতে অনড় থাকে, তাহলে তাদের পরিবর্তে অন্য দল নেওয়া হবে। বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে আইসিসি জানায়, টুর্নামেন্ট শুরুর এত কাছাকাছি সময়ে সূচি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বোর্ডের মতে, ভারতের জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি না থাকা সত্ত্বেও সূচি বদলালে ভবিষ্যৎ আইসিসি ইভেন্টগুলোর জন্য নজির তৈরি হবে এবং সংস্থাটির নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

অনড় অবস্থানে ছিল বিসিবি ও আইসিসি

আইসিসি বলছে, বিসিবিকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় দিয়েছিল, যাতে বাংলাদেশ সরকার সঙ্গে আলোচনা করে বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। গ্রুপ 'সি'-তে থাকা বাংলাদেশের প্রথম তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কলকাতায় এবং চতুর্থ ম্যাচটি মুম্বাইয়ে। তবে, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকার ও বিসিবি আবারও জানায়, তারা ভারতে যাবে না। বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার কথাও তোলে বাংলাদেশ। এই সিদ্ধান্তের পর বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম আইসিসির বিরুদ্ধে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'-এর অভিযোগ তোলেন। তার দাবি, ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতে না যাওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আইসিসির আচরণ ভিন্ন। নিরাপত্তা ইস্যুটি সামনে আসে গত ৩ জানুয়ারি, যখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা বিসিসিআই আইপিএল ২০২৬ স্কোয়াড থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছাড়তে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দেয়। সে সময় এর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যদিও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপড়েন চলছিল। এর পরদিন, ৪ জানুয়ারি, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বিসিবি আইসিসিকে চিঠি দিয়ে জানায়, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ দল ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না। পরবর্তী আলোচনাগুলোতেও এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। তবে আইসিসি মোস্তাফিজুর রহমানের বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে মানেনি।
সংস্থাটির বক্তব্য, একটি একক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে বিসিবি। আইসিসির মতে, কোনো খেলোয়াড়ের ঘরোয়া লিগে খেলার বিষয়টির সঙ্গে বিশ্বকাপের নিরাপত্তা বা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের শর্তের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে, আইসিসির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়ে দেন, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি। আমরা আশা করবো, আইসিসি আমাদের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ বিবেচনায় নিয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলার আবেদন মেনে নেবে।" অন্যদিকে, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে তারা গর্ববোধ করলেও, আইসিসির ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। "বিশ্ব ক্রিকেটে জনপ্রিয়তা যখন কমছে, তখন প্রায় ২০ কোটি মানুষের দেশকে এভাবে উপেক্ষা করা হতাশাজনক," বলেন তিনি।

এর আগে অন্য দলের ক্ষেত্রে কী করেছে আইসিসি

এর আগে, ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপে খেলতে শ্রীলঙ্কায় যায়নি অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে শ্রীলঙ্কাও ওই টুর্নামেন্টের যৌথ আয়োজক ছিল। কিন্তু কলকাতায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ জানিয়ে দেয়, নিরাপত্তার ভয়ে তারা শ্রীলঙ্কায় দল পাঠাবে না। অন্যদিকে ২০০৩ সালের বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে জিম্বাবুয়েতে খেলতে যায়নি ইংল্যান্ড আর কেনিয়ায় যায়নি নিউজিল্যান্ড। ওইসব ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার বা জয়ের পয়েন্ট দিয়েছিল আইসিসি। সবক্ষেত্রেই অনুপস্থিত দলের প্রতিপক্ষ ম্যাচে ওয়াকওভার বা পয়েন্ট পেয়েছে। আর ২০০৯ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে জিম্বাবুয়ে সরে যাওয়ায় স্কটল্যান্ডকে সেবার টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করেছিল আইসিসি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় না থাকায় কতটা ক্ষতি হবে বাংলাদেশের

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকেও যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে যাওয়ার পর, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে তার প্রভাব কেমন হবে, এ নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ করছেন স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা। এর আগে, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ছাড়াও ৬৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতের যে-সব বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, তার অধিকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ডব্লিউএইচও। তবে, যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাটি থেকে সরে যাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশে সংস্থাটির কার্যক্রম কাটছাঁট হওয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, ইমার্জেন্সি রেসপন্স এবং ল্যাবরেটরি সাপোর্টের মতো স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মুশতাক হোসেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক বে-নজির আহমেদ বলছেন, সম্ভাব্য সংকট এড়াতে দ্রুত রাজনৈতিক দলগুলোকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, যাতে করে যারাই সরকারে আসুক, তারা যেন বিকল্প অর্থায়ন কিংবা স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘেরই একটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী তৈরিসহ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছিল।

এর আগে, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপি) থেকেও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ট্রাম্প। সংস্থাটি বাংলাদেশসহ ১৫০টির বেশি দেশে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে আসছে। উভয় সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া এখন কার্যকর হলেও, দেশটি প্রায় এক বছর আগে থেকে তহবিল জোগান বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৯৪৮ সালে বৈশ্বিক এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র এ থেকে বেরিয়ে গেল। ইতোমধ্যেই দেশটি ডব্লিউএইচও'র সব তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। তবে, বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশে যে প্রভাব পড়তে পারে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় অন্যতম বড় তহবিল জোগানদাতার ভূমিকা পালন করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সংস্থাটি থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার পর জাতিসংঘ বলেছে, ভাইরাসসহ বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জরুরি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হলো তেমনি একটি জায়গা। ডব্লিউএইচও-এর প্রধান তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসাস ইতোমধ্যেই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সদস্যপদ বাতিল করলে তহবিল সংকটে পড়বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আর এ ঘাটতি মোকাবিলা করতে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মুশতাক হোসেন বলছেন, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের সব বিষয়ের সাথেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্পৃক্ত এবং অর্থায়ন থেকে শুরু করে গবেষণা সহায়তা পর্যন্ত সব ধাপেই তাদের সহায়তা পেয়ে অনেকগুলো ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত। ফলে এখন যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল বন্ধ হয়ে গেলে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যের কর্মসূচি বা সহায়তা বাংলাদেশে কমে গেলে তার নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা আছে অনেকের মধ্যে। গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশে যে প্রায় পাঁচ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হয়েছে, তাতেও বড় ভূমিকা ছিল জাতিসংঘের এই সংস্থাটির। টাইফয়েড প্রতিরোধী এই টিকাটি বাংলাদেশ পেয়েছিল পেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায়, আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন সহায়তা সংস্থা গ্যাভির মাধ্যমে।

এর আগে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, দ্য ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স- গ্যাভি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় জরায়ুমুখ ক্যান্সারের অন্যতম কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) এর প্রতিষেধক টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছিল। তখন ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুসহ প্রায় এক কোটিরও বেশি মেয়েকে বিনামূল্যে এই এইচপিভি টিকা দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, বৈশ্বিক এই সংস্থাটি কোভিড মহামারির সময়ে বাংলাদেশকে অল্প সময়ের মধ্যে ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছিল। পাশাপাশি, এ ধরনের মহামারিতে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা তৈরির ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা ছিল বলে জানান জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে, এর মহামারি ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম বাংলাদেশকে এ বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোয় সহায়তা করে, যা কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজে লেগেছে বলে জানান মুশতাক হোসেন। "মহামারি বা রোগ সম্পর্কে গাইডলাইন,

উপকরণ ও পরিকল্পনা এমনকি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছ থেকে উপকৃত হয়েছে বাংলাদেশ," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ২০২৫ সালের শুরুতে সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট স্থাপন ও ভ্যাকসিন তৈরি, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিককে জনস্বাস্থ্য সেবার মূল কেন্দ্রে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য খাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আরো সহায়তা চাওয়া হয়েছিল। এর আগে, বাংলাদেশের অন্যতম সফল স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ থেকে পোলিও, ফাইলেরিয়া ও কালাজ্বর নির্মূলে কারিগরি সহায়তা দেওয়া ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হাম, কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম নির্মূলের জন্য টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা দিয়ে আসছিল। ফাইলেরিয়াসিস ও কালাজ্বর বাংলাদেশ থেকে দূর হয়েছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে সনদ দিয়েছে এবং টিবি প্রিভ্যালেন্স সার্ভে এবং মিজেলস্ কেস ফ্যাটালিটি স্টাডিতে সহায়তা করেছে। অর্থাৎ, কয়েক দশক ধরেই বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, নিপাহ, বার্ড ফ্লু, অসংক্রামক ব্যাধি, মাতৃস্বাস্থ্য-শিশুস্বাস্থ্য, পয়জনিং, মেডিক্যাল অ্যাডুকেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা পেয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছ থেকে। "প্রায় ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক সাফল্যগুলোতে এই সংস্থাটির ভূমিকা আছে। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তাদের বড় অবদান। যে-সব রোগ নির্মূল হয়েছে কিংবা নির্মূলের পথে সেগুলোকে কেন্দ্র করে নেওয়া কর্মসূচি এখন তহবিলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এসব রোগ ফিরে আসার আশঙ্কার পথ তৈরি হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের সাবেক পরিচালক বে-নজির আহমেদ।

মুশতাক হোসেন বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল কমে আর প্রভাব এর মধ্যেই বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম সংকুচিত হলে পাবলিক হেলথ, ইমার্জেন্সি রেসপন্স ও ল্যাবরেটরি সাপোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। "জরুরি জনস্বাস্থ্যের সব খাতেই অর্থ কমে যাচ্ছে। সম্প্রসারিত টিকাদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোগ গবেষণার বাজেট কাটছাঁট হচ্ছে, যা চিন্তার বিষয় হবে বাংলাদেশের জন্য," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. হোসেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর এখনই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি, যাতে করে নতুন সরকার স্বাস্থ্য খাতের অভ্যন্তরীণ বরাদ্দ বাড়িয়ে ডব্লিউএইচও থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়া সংক্রান্ত কারণে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলার পাশাপাশি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে পারে। প্রসঙ্গত, গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর হোয়াইট হাউসে প্রথম দিনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাহী আদেশে সই করেছিলেন ট্রাম্প, যা বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়া শেষে প্রায় এক বছর পর এটি কার্যকর হলো।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ (এইচএইচএস) এবং পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, রোগ পর্যবেক্ষণ, রোগনির্ণয় এবং প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

আফগানিস্তানে ন্যাটো সেনাদের সম্পর্কে করা ট্রাম্পের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন স্টারমার

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেছেন, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর আফগানিস্তানে প্রেরিত ন্যাটো সেনাদের সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য "অপমানজনক এবং সত্যি বলতে হতবাক করার মতো।" বৃহস্পতিবার ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের মন্তব্য সম্পর্কে স্টারমার কথা বলছিলেন। ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কখনও ন্যাটোকে প্রয়োজন হয়নি এবং এই জোট থেকে দেশটি কখনও কিছু চায়নি। ট্রাম্প তারপর বলেন যে, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আফগানিস্তানে প্রেরিত ন্যাটো সেনারা "সামনের সারি থেকে কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন।" তার এই মন্তব্য ব্রিটেনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, যারা আফগানিস্তানে ৪৫৭ জন সেনা হারিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মৃতের সংখ্যার পর এই সংখ্যাটি ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। শুক্রবার স্টারমার ট্রাম্পের মন্তব্যের নিন্দা করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "আমি যদি ভুল করে এভাবে বলতাম বা এই কথাগুলো বলতাম, তাহলে আমি অবশ্যই ক্ষমা চাইতাম।" ব্রিটেনের বিরোধী দলের সদস্য এবং প্রবীণ সৈনিকরাও এর সমালোচনা করছেন। আফগানিস্তানে কর্মরত ছিলেন, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ট্রাম্পের মন্তব্যকে "সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক, ভুল এবং সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক" বলে বর্ণনা করেন। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৪.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে আইসিসির ব্যাখ্যা

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা-আইসিসি। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ তাদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিল। আইসিসি তার ওয়েবসাইটে বলেছে, বাংলাদেশ জাতীয় দলের জন্য ভারতে 'বিশ্বাসযোগ্য বা যাচাইযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি না পাওয়ায়' বিসিবির অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। এই

বিষয়ে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত বিশেষজ্ঞরা স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়ন পরিচালনা করেছে বলে উল্লেখ করেছে তারা। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থাটি বলছে, গত তিন সপ্তাহ ধরে তারা স্বচ্ছ ও গঠনমূলক উপায়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনা চালিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের উদ্বেগ পর্যালোচনা, স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়ন, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিস্তারিত নিরাপত্তা ও পরিচালনা পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা প্রোটোকল সম্পর্কে বিসিবিকে তারা অবহিত করেছে। বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, "আইসিসির মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, ভারতে বাংলাদেশ জাতীয় দল, কর্মকর্তাবৃন্দ বা সমর্থকদের প্রতি কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা যাচাইযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি নেই। এই ফলাফলের আলোকে এবং বিস্তৃত প্রভাব সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পর, আইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ইভেন্টের প্রকাশিত সূচিতে কোনো পরিবর্তন আনা যথাযথ নয়।"

আইসিসি বিবৃতিতে জানিয়েছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ভারতে খেলবে কিনা- সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে বুধবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিসিবিকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নিশ্চয়তা না পাওয়ায়, আইসিসি তাদের "প্রতিষ্ঠিত পরিচালনা পদ্ধতি ও যোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায়" বিকল্প একটি দল বাছাই করার কার্যক্রম শুরু করে। সেদিক থেকে ১৪ নম্বরে থাকা পরবর্তী সর্বোচ্চ র‍্যাংকিংধারী স্কটল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে তারা।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ড : ক্রিকইনফো

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে আইসিসি। এমনটা জানিয়েছে ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোয় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ভারতে ভ্রমণের অনুমতি দেয়নি বলে বিসিবি শুক্রবার আইসিসিকে জানিয়েছে। এছাড়াও, বৃহস্পতিবার আইসিসির সাথে যোগাযোগ করে বিসিবি বলেছে যে, তারা বিষয়টি আইসিসির বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটিতে (ডিআরসি) নিতে চায়। ডিআরসি আইসিসির একটি স্বাধীন প্যানেল, যা বোর্ড সদস্য এবং পরিচালনা কমিটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। এর আগে, বুধবার বাংলাদেশের ইস্যু নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আইসিসি বোর্ডের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আইসিসি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ভারতে খেলতে রাজি না হলে তাদের জায়গায় অন্য দেশকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে বেশিরভাগ সদস্য। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশকে যে-কোনো অবস্থায় বিশ্বকাপে খেলানো উচিত : পিসিবি প্রধান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে না চাওয়া, দাবির বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি। শনিবার লাহোরে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেছেন। পিসিবি চেয়ারম্যান বলেন, "আমি আইসিসির বৈঠকে বলেছি, আপনি দ্বিমুখী আচরণ করতে পারেন না, যেখানে একটি দেশ যখন ইচ্ছা, যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর আরেক দেশের ক্ষেত্রে বিপরীত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশকে যে-কোনো অবস্থায় বিশ্বকাপে খেলানো উচিত। তারা বড় স্টেকহোল্ডার, বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করা উচিত নয়।" পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে পিসিবি চেয়ারম্যান বলেছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এখন দেশের বাইরে রয়েছেন। তিনি ফিরে আসলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। বলেন, "যদি পাকিস্তান সরকার খেলতে মানা করে, তাহলে তারা (আইসিসি) ২২তম দলকে (স্কটল্যান্ডের পরের দল) খেলাতে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা পাকিস্তান সরকার নেবে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

ঢাকা-১১ আসন জুড়ে ভয়ের পরিবেশ, মানা হচ্ছে না আচরণবিধিও : নাহিদ

ঢাকা-১১ আসনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে এবং নির্বাচনি আচরণবিধি মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন আসনটিতে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, এবারের ভোটটা নতুন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ভোট। এবার একই দিনে গণভোটও হবে। মানুষ যাতে এ ভোট দিতে ভয় না পায়, সেদিকে আমরা জোর দিচ্ছি। আমরা দেখছি, দেশের বিভিন্ন এলাকায়; এমনকি আমার এ নির্বাচনি এলাকাতেও এক ধরনের ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়েছে। নাহিদ ইসলাম বলেন, কোনো ধরনের আচরণবিধি মানা হচ্ছে না, আগেও মানা হয়নি। আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার টাঙানো হচ্ছে। অথচ আচরণবিধি মেনে আমরা যে ব্যানার টাঙাচ্ছি, তাতে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে, ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তারা আসলে কোনোভাবেই আচরণবিধি মানছেন না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

বগুড়ায় সিটি করপোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে : জামায়াত আমির

বগুড়াকে সিটি করপোরেশন ও এই জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনি প্রচারণার দ্বিতীয় দিন দুপুরে বগুড়া আলফাতুল খেলার

মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দলের টাকায় নয়, জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় এসব করা হবে। তিনি বলেন, আমরা কথা দিয়েছিলাম আমরা চাঁদাবাজি করবো না, আমাদের কোনো নেতা-কর্মী ৫ আগস্টের পর থেকে চাঁদাবাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। তিনি বলেন, সততা যেখানে থাকবে, কাজে বরকত হবে। মায়েদের ইজ্জতের মূল্য আমাদের জীবনের চেয়ে বেশি। তাদের অপমান আমরা সহ্য করবো না। ঘরে রাস্তায় সব জায়গায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তারা নির্ভয়ে, নিরাপদে দেশ গড়ার কাজে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করবেন। ঘরে, বাইরে যাদের মেধা ও যোগ্যতা আছে, সে অনুযায়ী কাজ দেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

চাঁদাবাজদের হাতেও সম্মানের কাজ তুলে দেবো : জামায়াত আমির

চাঁদাবাজদের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, চাঁদাবাজ, তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার হাতেও আমরা সম্মানের কাজ তুলে দেবো। সমাজে তোমাকে আর মুখ ঢেকে চলতে হবে না। কেউ তোমার মা-বাবাকে চাঁদাবাজের মা-বাবা বলবে না, স্ত্রীকে কেউ চাঁদাবাজের স্ত্রী বলবে না। সম্মানের সঙ্গে সমাজে বসবাস করতে পারবে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর এস এম উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, দুটি কারণে আমাদের কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায় না। প্রথমত মধ্যস্বত্বভোগী, দ্বিতীয়ত ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি। আমরা সব চাঁদাবাজ নির্মূল করবো। উত্তরবঙ্গের নদীগুলো এখন মরুভূমি, কঙ্কাল হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, নদীর জীবন ফিরে এলে নর্থ বেঙ্গলের জীবন ফিরে আসবে। আমরা গোটা নর্থ বেঙ্গলকে একটা কৃষিভিত্তিক রাজধানীতে পরিণত করতে চাই। সরকার গঠন করতে পারলে আমরা সবার আগে দৃষ্টি দেব এই নদীগুলোর ওপর। তিস্তা মহাপরিকল্পনার পাশাপাশি, নদীগুলোকে জীবন দেওয়ার মহাপরিকল্পনা নেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানের ফ্যামিলি কার্ড হবে মা-বোনদের অস্ত্র : মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব ও ঠাকুরগাঁও-১ আসনের প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তারেক রহমানের পরিকল্পনার ফ্যামিলি কার্ড হবে মা-বোনদের অস্ত্র। এই কার্ড দিয়ে মা-বোনদের সংসারে অনেক কাজে আসবে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদরের আউলিয়াপুর ইউনিয়নে এক নির্বাচনি পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, এমন করে কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড করা হবে, যেটা দিয়ে কৃষকরা উপকৃত হবেন। স্বাস্থ্য কার্ড দিয়ে আমরা সহজে স্বাস্থ্যসেবা পাবো। তিনি উপস্থিত ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের ১৯৭১ সালের কথা মনে আছে, যুদ্ধের কথা মনে আছে। আমরা সে সময় পাকিস্তানিদের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম, অস্ত্র ধরেছিলাম। কেউ বাহির থেকে এসে যুদ্ধ করে দিয়ে যায়নি। আমরা বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাইনি। কিন্তু ওই সময় যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী, তারা আজ দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসছে। আপনারাই বলেন, তারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিল, নাকি বিপক্ষে ছিল। মির্জা ফখরুল বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি এ নির্বাচনে আপনাদের কাছে ভোট চাই। আপনারা যখন আমাকে সমর্থন করেন, তখন আমি সংসদে গিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

রিল মেকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাৎ

বিএনপির আয়োজনে জাতীয় রিল মেকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১০ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে গুলশানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন পার্কে 'মিট অ্যান্ড গ্রিট উইথ তারেক রহমান' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পাশাপাশি, প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এছাড়া, উপস্থিত রয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, প্রেস সচিব এ এ এম সালেহ শিবলী এবং তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ভারতের সঙ্গে বিএনপির চুক্তির দাবি রাজনৈতিক অপপ্রচার : মাহদী আমীন

বিএনপিকে নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমিরের অভিযোগ 'রাজনৈতিক অপপ্রচার' হিসেবে দেখছে দলটি। একইসঙ্গে ভারতের সঙ্গে বিএনপির চুক্তির অভিযোগকে রাজনৈতিক অপপ্রচার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমীন। সম্প্রতি, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, তারা ভারতের সঙ্গে তিনটি চুক্তি করেছেন। এ বিষয়ে এক প্রশ্নে মাহদী আমীন বলেন, দেখুন, একটি রাজনৈতিক দলের খুব প্রভাবশালী একজন নেতা ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে যে দাবি করেছেন, তিনি একটি মিডিয়ার কথা বলেছেন। তবে, তার স্বপক্ষে তিনি কোনো

প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেনও না। কারণ যে তথ্য মিডিয়ায় এসেছে বলে তিনি দাবি করেছেন, সেটির ন্যূনতম কোনো বাস্তবতা নেই, ন্যূনতম কোনো সত্যতা নেই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্দেশদাতা আন্ডারওয়ার্ল্ডের দিলীপ, চাঁদাবাজির কারণেই হত্যা

কারওয়ান বাজার এলাকায় চাঁদাবাজি ও দখলবাজিকে কেন্দ্র করেই স্বেচ্ছাসেবক নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে হত্যা করা হয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসী দিলীপ ওরফে বিনাসের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, কারওয়ান বাজার এলাকায় প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁদা আদায়ের সঙ্গে জড়িত আট থেকে নয়টি সিন্ডিকেট। চাঁদার টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দিলীপ ওরফে বিনাসের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসব সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে ডিবি কাজ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

রূপপুর প্রকল্পে ব্যয় সমন্বয়, জিওবি খাতে সাশ্রয় ১৬৬ কোটি টাকা

ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় পুনর্নির্ধারণ করা হলেও, এতে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন (জিওবি) খাতে প্রায় ১৬৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বাস্তবায়নাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সে সময় প্রকল্পটির মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি টাকা এবং মেয়াদ ধরা হয় ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। তবে, দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তবতা বিবেচনায় প্রথম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় (ডিপিপি) প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের উর্ধ্বতন তথ্য কর্মকর্তা সৈকত আহমেদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। যদিও সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- জিওবি খাতে ব্যয় ১৬৬ কোটি টাকা কমেছে। ফলে, জাতীয় বাজেটের ওপর সরকারের সরাসরি চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ফরিদপুরে বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১৫

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, ট্রাকচালক ফরিদপুর সদর উপজেলার ধলার মোড় এলাকার শেখ মজিদের ছেলে নবীন শেখ (২২), হেলপার রাশেদ (৩০)। প্রাথমিকভাবে তার বিস্তারিত ঠিকানা জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা কুষ্টিয়াগামী লিজা পরিবহনের সঙ্গে একটি ইটভাটার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ট্রাকের হেলপার নিহত হন। এতে ট্রাকে থাকা শ্রমিক ও বাসের যাত্রীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান সুজনের

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা না রাখলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেছে সংগঠনটি। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। 'সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক এই সম্মেলনের আয়োজন করে সুজন। বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হলেও, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের সঙ্গে বহু অংশীজন জড়িত। সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গণমাধ্যম ও ভোটার- সবার সম্মিলিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব। সংবাদ সম্মেলনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সুজন বলছে, নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

'বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান ও গণিতে দুর্বলতা উদ্বেগজনক'

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভাষা ও গণনাজ্ঞান (গণিত) দুর্বল। এ দুর্বলতা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুজান ভাইজ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তরুণরা এরই মধ্যে নানান উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছেন। বিজ্ঞান মেলা কিংবা স্কুলভিত্তিক উদ্ভাবনী

কার্যক্রমে তরুণদের সৃজনশীলতা স্পষ্ট। তবে, একইসঙ্গে কিছু বড় চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সুজান ভাইজ বলেন, ২০২৩ সালের সর্বশেষ মূল্যায়নে দেখা গেছে, অষ্টম শ্রেণির ৫৪ শতাংশ শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজনীয় মানে পৌঁছায়নি। গণিত দক্ষতার হার আরও কম। ভাষাজ্ঞান ও গণনাজ্ঞান জীবনধারণের মৌলিক দক্ষতা হলেও, এতে ঘাটতি থাকাটা উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসের মূল উদ্দেশ্যই হলো এ দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সবাই মিলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করা। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

রামুতে ডাকাত শাহীনের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে গুলি করে হত্যা

কক্সবাজারের রামুতে আলোচিত ডাকাত শাহীনের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পরিচিত যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা বেলতলী মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফিউল আলম লেদা পুতু (৩২) গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা এলাকার মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ভাত খাওয়ার সময় জরুরি ফোন করে ডেকে শফিউল আলমকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকায় প্রতিপক্ষ ডাকাত ও সন্ত্রাসী আব্দুর রহিম অতর্কিত ঘটনাস্থলে এসে শফিউল আলম প্রকাশ লেদা পুতুকে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তিনি ডাকাত শাহীনের সাম্রাজ্য সামলাতেন বলে প্রচার আছে। খবর পেয়ে গর্জনিয়া ফাঁড়ির এসআই মো. জুয়েল চৌধুরী ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

রায়েরবাজারে সেনাবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার ১৮, অস্ত্র-মাদক জব্দ

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন রায়েরবাজার এলাকার ক্যান্সার গলি ও আশপাশের এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে কিশোর গ্যাং সদস্যসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অভিযানে তাদের কাছ থেকে দেশীয় ধারালো অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়। অভিযান চলাকালে ১২টি ধারালো তলোয়ার, ২টি চাপাতি, ১টি চাইনিজ কুঠার, ২টি ধারালো সামুরাই, ১৩টি স্মার্টফোন, মাদক বিক্রির নগদ ৪০,২০০ টাকা ও ১২৫ পুরিয়া গাঁজা জব্দ করা হয়। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বসিলা সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে বসিলা আর্মি ক্যাম্পের একটি বিশেষ দল অংশ নেয়। নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়, যেখানে কিশোর গ্যাংয়ের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় জনগণ চরম ভোগান্তিতে পড়ছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সবাই মিলে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, এ গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় আমরা মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। বাণীতে তিনি বলেন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন, পরবর্তীকালে ১১ দফা ও ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। প্রধান উপদেষ্টা বাণীতে আরও বলেন, তৎকালীন স্বৈরাচারী অপশাসন ও দমন-পীড়ন থেকে মুক্তির দাবিতে ১৯৬৯ সালের পুরো জানুয়ারি মাস ছিল আন্দোলনে উত্তাল। ছাত্র-জনতাসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২৪ জানুয়ারি সে আন্দোলন রূপ নেয় এক ব্যাপক গণবিস্ফোরণে। সংগ্রামী জনতা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়নের প্রতিবাদে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক। গুলিতে শহিদ হন মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরও অনেকে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের এ আত্মত্যাগ এ দেশের তরুণ সমাজকে জুগিয়েছে অফুরন্ত সাহস ও অনুপ্রেরণা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

জেটি থেকে ট্যাংকে যেতেই উধাও ১৪ কোটি টাকার জ্বালানি তেল

জ্বালানি তেলবাহী জাহাজ 'নরডিক ফ্রিডম'-২০২৫ সালের ৪ অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বাংলাদেশে আসে। চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্য বলছে, জাহাজটি রাস আল খাইমা বন্দর থেকে ৯৯ হাজার ৮৯৩ টন ক্রুড অয়েল (অপরিশোধিত জ্বালানি তেল) নিয়ে ওইদিন সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বন্দরের কুতুবদিয়া অ্যাংকরে পৌঁছায়। একইভাবে, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৪১ টন ক্রুড অয়েল নিয়ে একই বছরের ২৪ মার্চ বাংলাদেশে আসে 'নরডিক স্কিয়ার' নামের জাহাজটিও। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) তথ্য অনুযায়ী,

জাহাজ দুটি থেকে খালাস করে ইস্টার্ন রিফাইনারির (ইআরএল) শোর ট্যাংকে নিতে অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে ক্রুড অয়েল। বিএসসি বলছে, কর্ণফুলি নদীর পতেঙ্গা ডলফিন জেটি থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারির শোর ট্যাংকের দূরত্ব ১ দশমিক ৮ কিলোমিটার। হিসাব মতে, কুতুবদিয়া অ্যাংকরে আসা জাহাজে যৌথ সার্ভেতে নির্ধারিত আলেজ (তৈলজাত পণ্যের তৈলাধারে ধারণ করা তেল) থেকে শোর ট্যাংকে দুই জাহাজের তেল খালাস করতে প্রায় পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল উধাও হয়ে গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সরকারের নানা সুবিধা এক জায়গায় আনতে চাই

বিএনপি সরকার গঠন করলে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে নানা সুবিধা এক জায়গায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্কে 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে তিনি এ পরিকল্পনা জানান। 'আমার ভাবনায় বাংলাদেশ' জাতীয় রিল-মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, "সরকারের অনেক প্রজেক্ট আছে। কিন্তু সেগুলো সমন্বিত নয়। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে আমরা এই সুবিধাগুলো এক জায়গায় আনতে চাই।" বিএনপি চেয়ারম্যান যোগ করেন, "যে পরিকল্পনাই করি না কেন, সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, দুর্নীতি রোধ করতে হবে। এগুলো ঠিক হলে অন্য বিষয়গুলোও ঠিক হয়ে যাবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

জামায়াত ক্ষমতায় আসবে কেবল নির্বাচনে অনিয়ম হলে : হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে অনিয়ম হলেই কেবল জামায়াত ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার ও বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তার দাবি, সুষ্ঠু নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কখনও জিততে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। তিনি বলেন, জামায়াত 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনে' কখনও জিততে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। অতীতে তারা কখনই পাঁচ থেকে সাত শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। তাদের সে রকম জনসমর্থন নেই। শ্রিংলা আরও বলেন, "কেউ তাদের (জামায়াত) আগে নিয়ে আসছে। তারপরও, নির্বাচনে অনিয়ম হলেই তারা (ক্ষমতায়) আসতে পারবে, নয়তো আসা অসম্ভব।" এর আগে তিনি বলেন, "ভারতের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতি আপনারা দেখেছেন। আমরা বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন চাই, যেখানে সব দল অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে, তেমন পরিস্থিতি আমি দেখিনি। নির্বাচন হবে কি না, সেটিও জানি না। সেখানে নিরাপত্তার উদ্বেগ রয়েছে। আর নির্বাচন হলেও কী পরিস্থিতিতে হবে, সেটিও দেখতে হবে। অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে, প্রশ্ন রয়েছে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

'হ্যাঁ'-এর পক্ষে প্রচার চালাতে সরকারি কর্মকর্তাদের আইনগত বাধা নেই

গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে প্রচার চালাতে সরকারি কর্মকর্তাদের সামনে কোনো আইনগত বাধা নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এবং গণভোট বিষয়ক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজ। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সিলেটের বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। শনিবার সকালে সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্সে সিলেট বিভাগীয় প্রশাসন এ সভার আয়োজন করে। বিভাগীয় সদর এবং জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। আলী রীয়াজ বলেন, জুলাইতে যারা রক্ত দিয়েছেন, যাদের বেওয়ারিস লাশ এখনো খুঁজে ফিরছেন, তাদের স্বজনরা, তারা শুধু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় ধাপ এই গণভোট। বিদ্যমান সংবিধান, আরপিও, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ-২০২৫ কিংবা এই গণভোট সংক্রান্ত অধ্যাদেশের কোথাও বলা নেই যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা ইতিবাচক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলতে পারবেন না। প্রচারণায় আইনগত বাধা আছে, এমন কোনো রেফারেন্স কেউ দেখাতে পারবে না। যারা এ বিষয়ে বাধা আছে বলে প্রচার করছে, তারা ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকার বদ্ধপরিকর : আসিফ নজরুল

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর পর একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করেছে অন্তবর্তীকালীন সরকার। মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকার বদ্ধপরিকর। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে মাদারীপুরের সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রস্তুত আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এটি। এই নির্বাচনের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, পোস্টাল ব্যালটে ভোট হচ্ছে। প্রবাসীরাও প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, গণভোটও হচ্ছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন শক্ত হোক। অনেক বেশি দৃঢ়তর হোক, এজন্য 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়া জরুরি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচনে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ আইজিপির

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সব পুলিশ সদস্যকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সতর্কতা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। একইসঙ্গে জনবান্ধব পুলিশিং আরও জোরদার করে জনগণের জান-মাল রক্ষায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্সের সিভিক সেন্টারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে পুলিশ কর্মকর্তা ও ফোর্স সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এক প্রাক-নির্বাচনি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আইজিপি। সভায় আইজিপি বলেন, নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের সময় বডি-ওর্ন ক্যামেরার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এতে পুলিশি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। তিনি বলেন, যে-কোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও পেশাদার আচরণ বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং জনগণের প্রত্যাশিত পুলিশি সেবা সহজ ও কার্যকরভাবে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ইলিশ মাছে ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে : মৎস্য উপদেষ্টা

ইলিশ মাছে ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে বলে এক গবেষণার বরাত দিয়ে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের তৃতীয় সমাবর্তনে আচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান। উপদেষ্টা বলেন, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকার শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য শীতলক্ষ্যা নদী হয়ে মেঘনায় গিয়ে পড়ছে, যা ইলিশ মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর অস্তিত্বকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলছে। এক গবেষণার তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, ইলিশ মাছের দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক, লেড ও ক্যাডমিয়ামের মতো ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: পাঁচ থানা এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ৫৯

রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২-এর আওতায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে মোট ৫৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। অভিযুক্তদের মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা থেকে ১৩, মুগদা থেকে ১৫, রূপনগর থেকে ১২, মতিঝিল থেকে পাঁচ ও হাতিরঝিল থেকে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

পরিবেশ সুরক্ষায় নতুন সরকারকে ৭ বিষয়ে কাজ করার সুপারিশ রিজওয়ানার

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষায় আগামী সরকারকে বায়ু-শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণসহ ৭ বিষয়ে কাজ করার সুপারিশ জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে 'ম্যানিফেস্টো টক ৪: রাজনৈতিক দলগুলোর সবুজ প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে এই সুপারিশ দেন তিনি। এসময় ইট ভাটা নিয়ন্ত্রণ, নদী ও খাল দখল রোধসহ পরিবেশ দূষণ কমাতে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তিনি। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের অন্য সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে- বন পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণী কল্যাণ, শিল্প দূষণ রোধ, আন্তঃসীমান্ত নদী ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। তিনি বলেন, নতুন সরকারের কাছে আবেদন থাকবে এই কয়টা ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেবেন। সরকার যদি এই ৭ দিকে মনোনিবেশ করে, প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়, তাহলে পরিবেশ দূষণ কমবে। ইটভাটা নিয়ন্ত্রণসহ নানা উদ্যোগের ফলে ঢাকার বায়ুদূষণ পরিস্থিতিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে চিড়িয়াখানার কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং দলের সদ্য প্রয়াত চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে শের-ই-বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব পদে নিয়োগ পেলেন মনজুর কাদের

আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব মনজুর কাদেরকে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাকে এ নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রধান বিচারপতির অভিপ্রায় মোতাবেক আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) মনজুর কাদেরকে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব পদে পদায়নের জন্য বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তার চাকরি প্রধান বিচারপতির অধীনে ন্যস্ত করা হলো। তাকে দপ্তর প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার কাছে ২৫ জানুয়ারি বর্তমান পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর করে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয় প্রজ্ঞাপনে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশে আধিপত্যবাদীদের স্থান দেওয়া হবে না : ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছর দেশের মানমর্যাদা অন্য দেশের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এখন থেকে সেটি হতে দেওয়া যাবে না। দেশে কোনো আধিপত্যবাদীদের স্থান দেওয়া হবে না। এই সবকিছুর জন্য একটা পরিবর্তন দরকার। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে পাবনা জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দশ দলীয় জোট সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের হাত ভেঙে দেব। তিনি আরও বলেন, ৬ আগস্ট থেকে চাঁদাবাজি, দখলবাজি করে কিছু লোক নিজেদের ভাগ্য বদলে লেগে পড়েন। আমরা বলেছি, চাঁদা নেবো না, দুর্নীতি করবো না। সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজদের হাত ভেঙে দেবো। ন্যায়বিচার ও সাম্যতা নিশ্চিত করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করলেন প্রণয় ভার্মা

শান্তি প্রিয় বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। তিনি বলেন, আমরা একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তি প্রিয়, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশকে সমর্থন করেছি এবং সেটা অব্যাহত রাখবো। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রণয় ভার্মা বলেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, সদ্য-স্বাধীন হওয়া ভারতের জনগণ নিজেদের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে, তাদের দেশটিকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদার আদর্শের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকারবদ্ধ করে। তারপর থেকে বিগত ৭৬ বছরে ভারত একটি দরিদ্র দেশ থেকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে- একটি আধুনিক, আত্মবিশ্বাসী রাষ্ট্র, যা আজ বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধকতাসমূহের সমাধান প্রদান করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

কেরানীগঞ্জে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত সেই বিএনপি নেতা মারা গেছেন

ঢাকার কেরানীগঞ্জে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত সেই বিএনপি নেতা হাসান মোল্লা (৪২) মারা গেছেন। তিনি উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার সময় রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম। তিনি জানান, শুক্রবার রাতে হাসান মোল্লার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে মগবাজারের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আজ (শনিবার) বিকেলে তিনি মারা যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

জামায়াতের জোটে লেবার পার্টি, ১১ দলে পরিণত

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দিয়েছে 'বাংলাদেশ লেবার পার্টি'। এর ফলে জোটটি ১১ দলীয় জোটে পরিণত হলো। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় জামায়াতের মগবাজারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লেবার পার্টিকে জোটে যুক্ত করার এই তথ্য জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এ টি এম মাছুম। এ সময় লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জামায়াতে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও দলের মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়েরসহ জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

হাতিয়ায় বিএনপির ৫০০ নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান

নোয়াখালীর হাতিয়ায় বিএনপির ৫০০ নেতা-কর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগদান করছেন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে এনসিপির হাতিয়া উপজেলা কার্যালয়ে তারা যোগদান করেন। নবাগতদের অভ্যর্থনা জানান এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদ। যোগ দেওয়া নেতাদের মধ্যে, পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মহিব্বুর রহমান, জাহাজমারা ইউনিয়নের ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, বুড়িরচর ইউনিয়নের মৎস্যজীবী দলের সাবেক সদস্য সচিব আবুল খায়ের, ওলামা দলের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মওলানা সারোয়ার খান, ওই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহ-সভাপতি মো. মিল্লাত, জাহাজমারা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি সম্রাট আকবর হোসেন-এর নেতৃত্বে ৫০০ নেতা-কর্মী রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

হাদির সন্তান ও ভাইকে খুন করা হতে পারে, এমন আশঙ্কায় জিডি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির সন্তান ও হাদির ভাইকে খুন করা হতে পারে এমন আশঙ্কায় নিরাপত্তা চেয়ে শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে শাহবাগ থানায় জিডি করেন ওসমান হাদির মেজ ভাই ওমর বিন হাদি। জিডির বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান। তিনি জানান, হাদির ভাই নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করেছেন। আমরা পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। জিডিতে ওমর বিন হাদি উল্লেখ করেন, "শহিদ ওসমান হাদি খুন হওয়ার পর থেকে আমি ও

হাদির সন্তানকে খুন করা হতে পারে এমন আশঙ্কা করছি। কারণ, যেহেতু হাদির খুনি চক্র গ্রেফতার হয়নি, সেহেতু হাদির খুনি চক্র যে-কোনো সময় যে-কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারে, যার কারণে আমি ও হাদির সন্তান নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গ্রুপ ও ফেসবুক আইডি থেকে আমাদের পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং আমাকে হত্যা করতে বিভিন্ন রকম হুমকি দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি ও শহিদ হাদির সন্তান নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

আমেরিকার সঙ্গে জামায়াতের আঁতাত হয়েছে, দাবি মির্জা ফখরুলের

আমেরিকার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর একটি গোপন আঁতাত হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও-১ সংসদীয় আসনের শুকানপুখুরী ইউনিয়নের জাঠিভাঙ্গা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এই আঁতাত বাংলাদেশের জন্য মোটেও ভালো নয় বরং দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জামায়াত ও আমেরিকার মধ্যে গোপন যোগাযোগের বিষয় উঠে এসেছে। এই খবরের সত্যতা কী, তা জানতে বিএনপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা চাইবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ভারতে বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তা হুমকি আছে, মানতে নারাজ আইসিসি

দুই দেশের সম্পর্ক এমনই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে, ভারতে বাংলাদেশি সন্দেহেই অনেককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার সুযোগ দেখছে না বাংলাদেশ। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল হিন্দু উগ্রবাদীদের হুমকিতে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) উগ্রবাদীদের হুমকিতে মাথা নত করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, আইসিসি তাদের সঙ্গে আলোচনায় নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা স্বীকার করেছে। বিশ্বকাপে খেলতে গেলে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিতে হবে, বাংলাদেশের পতাকা বহন কিংবা জার্সি পরা যাবে না। তবে নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে। বিসিবিকে এমন সব কথা জানায় আইসিসির নিরাপত্তা প্রতিনিধি দল। এই যখন পরিস্থিতি, তখন বাংলাদেশ কোনোভাবেই ভারতে যেতে রাজি হবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আইসিসি কয়েক দফা বৈঠকের পরও বাংলাদেশের শঙ্কা আমলে নেয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

ভারতে বাংলাদেশি সন্দেহে আরও এক মুসলিম শ্রমিককে হত্যা

ভারতে বাংলাদেশি সন্দেহে আরও এক মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার রাতে অন্ধ্র প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবার ও স্থানীয় সূত্রের দাবি। নিহত শ্রমিকের নাম মঞ্জুর আলম লস্কর (৩২)। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, অন্ধ্র প্রদেশের কোমারোলু এলাকায় তাকে 'বাংলাদেশি' তকমা দেওয়ার পর চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। পরিবারের সদস্যরা জানান, মঞ্জুর প্রায় এক দশক ধরে কোমারোলু এলাকায় জরি কারিগর হিসেবে কাজ করছিলেন। দীর্ঘদিন সেখানে বসবাস ও কাজ করার পরও তাকে বারবার বাংলাদেশি অভিযোগে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এবং এলাকা ছাড়তে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে ক্যাম্পাসে ফের বিক্ষোভ-অবস্থান

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের মধ্যেই ফের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর থেকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ছেলে ও মেয়েদের আবাসিক হল প্রদক্ষিণ শেষে 'প্রশাসনিক ভবন-১'-এর সামনে জড়ো হয়। রাত ৮টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সেখানে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

UKRAINE CONDEMNS 'BRUTAL' RUSSIAN STRIKES AHEAD OF SECOND DAY OF PEACE TALKS

Ukraine has condemned a fresh wave of Russian strikes overnight which killed one person and injured 23 others, as talks with the US aimed at ending the war are set to resume. Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha said the "brutal" attack - "cynically" ordered by Russian leader Vladimir Putin - had "hit not only our people, but also the negotiation table". Delegations from Russia, Ukraine and the US have been meeting in Abu Dhabi for the first trilateral take since the Kremlin launched a full-scale invasion of its neighbour in 2022.
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

PENTAGON TO OFFER 'MORE LIMITED' SUPPORT TO US ALLIES IN DEFENCE STRATEGY SHIFT

The US will offer "more limited" support to allies, according to the Pentagon's new National Defense Strategy. In a significant shift to its security priorities, the US Department of Defense now considers security of the US homeland and Western Hamisphere - not China - as its primary concern. Previous versions of the strategy - published every four years - named the threat posed by China as the top defence priority. Relations with China will now be approached through "strength, not congratulation", the report says. The defence strategy reinforces recent calls from President Donald Trump, including for greater "burden-sharing" from allies in countering threats posed by Russia and North Korea.
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

INDONESIA LANDSLIDE KILLS 7, DOZENS MORE MISSING

At least seven people have died and more than 80 others are missing after a landslide hit Indonesia's West Java province, officials said. The landslide occurred in the West Bandung region, south-east of the capital Jakarta, following days of intense rainfall. More than thirty homes were destroyed after "landslide material buried residential areas, causing fatalities and affecting local residents", Indonesia's disaster mitigation agency said in a statement. Flooding, landslide and extreme weather alerts have also been issued for the broader region. (BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

DANISH PM IN GREENLAND FOR 'SHOW OF SUPPORT' AFTER TRUMP THREATS

Danish PM Mette Frederiksen is visiting Greenland's capital Nuuk for talks with the territory's leader, Jens-Frederik Nielsen, after a rollercoaster week that saw US President Donald Trump roll back his threats to forcibly take over the Arctic island and agree to further negotiations. Tensions had risen precariously over the past couple of weeks, until a stunning turnaround on Wednesday, when Trump suddenly ruled out military action, and withdrew his threats to slap tariffs on several European allies. Trump posted on social media that a "framework of a future deal with respect to Greenland" had been reached, following his meeting with Nato chief Mark Rutte at the World Economic Forum in Davos.
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

HARRY DAYS SACRIFICES BY NATO TROOPS IN AFGHANISTAN DESERVE 'RESPECT'

The Duke of Sussex has called for the sacrifices of Nato troops to be "spoken about truthfully and with respect", after the US president claimed allies stayed "a little back" from the front lines in Afghanistan. "I served there. I made lifelong friends there. And I lost friends there," Prince Harry, who was twice deployed to the country, said on Friday as he paid tribute to Nato troops killed in the conflict, including 457 UK service personnel. The prince was reacting to controversial comments made by Donald Trump in an interview on Thursday. Trump's words have drawn condemnation from international allies, with Prime Minister Sir Keir Starmer calling them "insulting and frankly appalling".
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

HUNDREDS OF MINNESOTA BUSINESSES CLOSE TO PROTEST ICE PRESENCE

Hundreds of businesses in Minnesota closed on Friday and thousands of protesters turned out in severely cold weather to demonstrate against the ongoing immigration crackdown in the state. The widespread rallies come after organizers encouraged residents to skip work or school and refrain from shopping in a show of opposition to US Immigration and Customs Enforcement (ICE). The ICE operation ordered by the Trump administration in Minnesota has been going on for more than six weeks. The administration has characterized it as a public safety operation aimed at deporting criminals illegally in the country. Critics warn migrants with no criminal record and US citizens are being detained too.
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

SUICIDE BOMBING AT WEDDING IN NORTHWEST PAKISTAN KILLS SEVEN

A suicide bombing attack at a wedding in northwestern Pakistan has killed at least seven people, according to the police. The bombing tore through a building housing members of a peace committee during a wedding ceremony on Friday in Dera Ismail Khan district of Khyber Pakhtunkhwa province, police official Muhammad Adnan said on Saturday. The committees are made up of residents and elders and supported by Islamabad as part of its efforts to counter fighters in the regions along the Afghan border. Three people were confirmed dead on Friday. Four others, who were among those hurt in the attack, died in the hospital, Adnan added. (BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

TURKEY'S FM FIDAN SAYS ISRAEL 'LOOKING FOR OPPORTUNITY' TO ATTACK IRAN

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said there were signs that Israel was seeking an opportunity to attack Iran, warning such a move could further destabilize the region. "I hope they find a different path, but the reality is that Israel, in particular, is looking for an opponent to strike Iran," Fidan told Turkish broadcaster NTV in an interview broadcast on Friday. Asked specifically whether this assessment applied to both the United States and Israel. Fidan stated that Israel, in particular, was seeking such an opportunity, the Turkey Today news outlet reported. The foreign minister added that he had conveyed concerns directly to Iranian officials during a recent visit to the country.
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

RUSSIAN 'SHADOW FLEET' TANKER DIVERTED TO FRENCH PORT BY NAVAL FORCES

The French navy had diverted an oil tanker, suspected of being part of Russia's sanctions-busting "shadow fleet", towards the port of Marseille-Fos for further investigation, according to reports. The office of the prosecutor in the southern French city of Marseille, which handles matters related to maritime law and is investigating the case, said on Friday that the ship had been diverted, but did not specify where to. A source close to the case told the AFP news agency that the tanker is expected to arrive on Saturday morning at the port of Marseille-Fos in southern France. (BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

BRAZIL'S LULA SAYS TRUMP IS ATTEMPTING TO 'CREATE A NEW UN'

Brazilian President Luiz Inacio "Lula" da Silva has accused his United States counterpart Donald Trump of wanting to create "a new UN", days after the US president launched his new "Board of Peace" initiative in Switzerland. "Instead of fixing" the United Nations, "what's happening? President Trump is proposing to create a new UN where only he is the owner," Lula said in a speech on Friday. Speaking in Rio Grande do Sul, Lula also said that Trump "wants to run the world through Twitter". "It's remarkable. Every day he says something, and every day the world is talking about he said," Lula said, according to Brazil's Folha de Sao Paulo newspaper. Lula defended multilateralism against what he called "the law of the jungle" in global affairs and warned that "the UN charter is being torn".
(BBC News Web Page: 24/01/26, FARUK)

:: THE END::